২৩/৬/২০১০

‘‘গবেষণালব্ধ ফলাফল গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করতে হবে’’

আহবান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এর

গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবনগুলো গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্রের হার ক্রমান্বয়ে ৪৫ থেকে১৫ শতাংশে হ্রাস করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হওয়া, এবং দেশটিকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করাই আমাদের লক্ষ্য। খাদ্য বলতে শুধুই ধান উৎপাদন নয়, ধানের সাথে আমাদের পুষ্টির জন্য দুধ, মাংস ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শুধু খাদ্যে নয় আমাদের পুষ্টিতেও স্বয়ংসম্পূর্ন হতে হবে। আজ ২৩ জুন ২০১০ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত দু’দিন ব্যাপী বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সমাপনী ২০১০ এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মন্ত্রী মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. খান শহীদুল হক এর সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মোশারেফ হোসেন, যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত খাতগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অধিক পরিমানে বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন। কৃষির মধ্যে প্রাণিসম্পদ সাব-সেক্টর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এই সাব-সেক্টর ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বিধায়, এই সেক্টরের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি রয়েছে, যা আমাদের কাজে লাগানো দরকার। বর্তমান সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন। এর সদব্যহার আমাদের করতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় উন্নয়নের ঐ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জোর দিতে হবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক উন্নয়নে। প্রয়োজনবোধে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ও আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা করতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষনে বলেন গবেষণার কোন বিকল্প নেই। গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দেশের খামারীদের আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন করতে হবে।

সভাপতির ভাষনে ড. খান শহীদুল হক বলেন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে মূলতঃ প্রয়োগধর্মী গবেষণা করাই বিএলআরআই এর লক্ষ্য। দেশের কৃষক সমাজ, ব্যবসা ভিত্তিক পশু-পাখী খামারের পরিচালকবৃন্দ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধি এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীদের

সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ণ করা হয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ও বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই ইনস্টিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্য। আগামীতে সবুজ ঘাস উন্নয়ন, গবাদিপশুর অতর্কিত রোগ, সুয়াইন ফ্লু ও এফএমডি নিরাময়ের উপর গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস প্রযুক্তি প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন।

দু’দিন ব্যাপী কর্মশালায় তিনটি কারিগরি অধিবেশনে মোট ৪০টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। পরে মন্ত্রী প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

গতকাল ২২ জুন ২০১০ কর্মশালার উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শরফুল আলম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ব খাদ্যে সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব এড স্পাইকার।

কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ শাহ আলম
তথ্য কর্মকর্তা
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা
ফোন- ০১৭১১৩৫৫২৩০